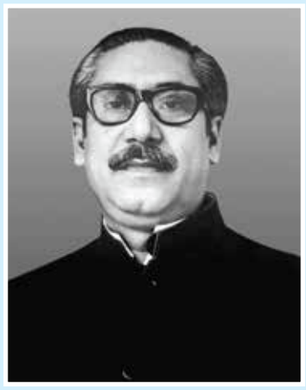

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২২

১৫ জুলাই

"TRANSFORMING YOUTH SKILLS FOR THE FUTURE"

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
www.nsda.gov.bd

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২২' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রতিযোগিতামূলক ও চ্যালেঞ্জিং শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে এ দিবস উদ্‌যাপন সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নকে গতিশীল করার পূর্বশর্ত দক্ষ জনশক্তি। বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে শিল্প কলকারখানাসমূহ উচ্চমাত্রার কার্যক্ষমতা বজায় রাখার স্বার্থে ডিজিটাইজেশন ও কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ই-কমার্স, আইটি, ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিক্স, ব্লক চেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানো প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে অনেক পেশার অবলোপন যেমন হয়েছে তেমনি নতুন নতুন পেশার দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমাদের যুবসমাজকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় পেশায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের উপযোগী করে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

দক্ষতা অর্জনকে সরকার একটি অগ্রাধিকার কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে এনএসডিএ। দক্ষতা ও প্রশিক্ষণকে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে পরিচালিত করা, মান উন্নয়ন ও মান তদারকি করার জন্য রেগুলেটরি অথরিটি হিসেবে এনএসডিএ'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি, শ্রমবাজারের চাহিদা ও পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষতা উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও এ সকল কার্যক্রমে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিদ্যমান সামাজিক নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপন করছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুবক ও যুবমহিলা। প্রতি বছর প্রায় ২২ লক্ষ যুবশক্তি শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। এ বিরাট যুবসমাজকে পেশাভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। যুবদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পেশার চাহিদার নিরিখে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশে ও দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির পেশা চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মে নিয়োজিতদের জন্য পুনঃদক্ষতা (Re-skilling) ও দক্ষতার উন্নয়ন (Up-skilling)-এর ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, দক্ষতাভিত্তিক শিখনসামগ্রী ও মূল্যায়ন উপকরণ প্রণয়ন এবং যুগোপযোগীকরণ, শিল্পের সাথে সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, দেশে ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে তথ্যউপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে শ্রমবাজারের পূর্বাভাস প্রদান, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন এবং সনদায়ন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। মানসম্পন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাব, শিক্ষানবিশ সুবিধা এবং শিল্পসংযোগের অভাব, চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের পরিবর্তে যোগানভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সার্বিকভাবে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের প্রতি সামাজিক নেতিবাচক মনোভাব ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশে ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে অধিকসংখ্যক দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এনএসডিএ কাজ করছে।

জাতির পিতা সোনার বাংলা বিনির্মাণে সোনার মানুষ গড়তে চেয়েছিলেন। তাই তিনি শিক্ষা, বিশেষত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ যোগ্য যুবসমাজ গড়ার পথরেখা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। এ লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপন যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ উৎসাহিতকরণ ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়ে তাৎপর্যমূলক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. দীপু মনি, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের দক্ষ জনশক্তির ব্যাপক চাহিদার বিপরীতে জনশক্তির যোগান বাংলাদেশের সামনে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করেছে। দেশের বিশাল যুব জনগোষ্ঠীকে শ্রমবাজারের বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ পেশায় উপযুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং এর ধারাবহিকতায় বাংলাদেশে বিশ্ব যুবদক্ষতা দিবস, ২০২২ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশ-বিদেশের শ্রমবাজারের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা দরকার। গত প্রায় দেড় বছরের অধিক সময় ধরে করোনা মহামারীর কারণে বিভিন্ন পেশার সুযোগসমূহ সংকুচিত হওয়ার পাশাপাশি নতুন পেশার উদ্ভবও হয়েছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নতুন পেশা চিহ্নিত করে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তির সাথে খাপ-খাওয়াতে দক্ষতা উন্নয়নে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তির বিষয় প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এজন্য শ্রমবাজার নির্ভর নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে যুবদের জন্য পেশাভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে এনএসডিএ কাজ করছে। দেশের যুবগোষ্ঠীকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মে নিয়োজিত হওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার মাধ্যমে জীবনমানের পরিবর্তন করা সম্ভব হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

উল্লেখ্য যে, দেশের বেকার যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৯ জন যুবক ও যুব মহিলাকে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; যার মধ্যে প্রায় ২২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪ শত ৯৮ জন আত্মকর্মী হয়েছে এবং ২৪ হাজার ৪ শত ৩৭ জন যুবক ও যুব মহিলা উদ্যোক্তা হিসেবে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের যুব সমাজকে অনুপ্রেরণা প্রদান ও উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এনএসডিএ কর্তৃক এই দিবস উদ্‌যাপন প্রভূত অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল উদ্যোগ ও কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি

দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশ

দক্ষতার প্রেক্ষাপট এবং এনএসডিএ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "সোনার দেশ গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই"। আর এই সোনার মানুষ তৈরির লক্ষ্যে দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশ বিশাল জনগোষ্ঠির একটি দেশ হলেও দক্ষ জনবল তৈরিতে কাঙ্খিত অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি।

আমাদের দেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর-সংস্থা, অধিদপ্তর, এনজিও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি না হওয়ায় শিল্পখাতে স্কিলস গ্যাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই স্কিলস গ্যাপ দূর করাসহ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম কাজ হলো- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং বেসরকারি ও এনজিও পর্যায়ে পরিচালিত সকল দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে সমন্বয় করা, সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, দক্ষতা তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা করা, শিল্প দক্ষতা পরিষদ (Industry Skills Council) গঠন, সকল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করা, একক উৎস থেকে দক্ষতা প্রশিক্ষণের অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়নসহ দক্ষতার প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে যুব সমাজকে দক্ষতা প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকাসহ প্রবৃদ্ধির উর্দ্ধগতি ধরে রাখতে হলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবল। বাংলাদেশ বর্তমানে Demographic Window of Opportunity ভোগ করছে। আমরা জানি, প্রতি বছর শ্রমবাজারে প্রায় ২২ লক্ষ যুবশক্তি যুক্ত হচ্ছে। তাই জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) সুযোগ কাজে লাগানোর এখনই প্রকৃত সময়। যুবশক্তিকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে না পারলে জনমিতিক সুবিধাকে জনমিতিক লভ্যাংশে রূপান্তর করা সম্ভব হবে না। এজন্য কর্মক্ষম জনবলকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে একদিকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে দক্ষ জনশক্তির যোগান নিশ্চিত করা যাবে। অন্যদিকে, দক্ষ জনবল বিদেশে প্রেরণের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)-এর পরিচিতি

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী গঠিত কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে কর্তৃপক্ষের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রধান এবং গভর্নিং বোর্ড ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসচিব। এনএসডিএ-এর মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৮৮ জন ।

এনএসডিএ-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন

১) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৭ চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন; ২) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামো, (NSQF) অনুমোদন; ৩) এ পর্যন্ত ১৩টি শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি) গঠন করা হয়েছে; ৪) জাতীয় স্কিলস পোর্টাল তৈরির কার্যক্রম শুরু হয়েছে, ইতোমধ্যে পোর্টালের ৫টি মডিউল কার্যকর করা হয়েছে এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে; ৫) ৩০৫টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান; ৬) ৪৬টি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে; ৭) ১২০টি স্ট্যান্ডার্ড ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট, ২৩টি কারিকুলাম এবং ১০টি Competency Based Learning Material (CBLM) প্রণয়ন করা হয়েছে; ৮) ৭৬টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে কোর্স এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করা হয়েছে; ৯) ৪৩টি অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন করা হয়েছে; ১০) অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি অ্যাসেসর পুল গঠনের কাজ চলমান আছে। এ পর্যন্ত ২৭৪ জন অ্যাসেসর এবং ১২৩ জন ট্রেইনার অ্যাসেসর কম্পিটেন্ট হয়েছেন; ১১) বিভিন্ন অকুপেশনে ১২৬৫ জনের অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮৮ জন ফ্রিল্যান্সারসহ মোট ৮৮৮ জন কম্পিটেন্ট হয়েছেন; ১২) দক্ষতা প্রশিক্ষণ জনপ্রিয় করা ও দক্ষতা সম্পর্কে সামাজিক নেতিবাচকতা দূরীকরণের কার্যক্রম চলমান আছে; এবং ১৩) এনএসডিএ-কে শক্তিশালীকরণের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে; ১৪) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০ ও জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯সহ ১০টি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রণীত বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইন

এনএসডিএ কর্তৃক এপর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে: ১) জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯; ২) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০; ৩) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চাকরি ও নিয়োগ প্রবিধানমালা, ২০২১; ৪) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গাইডলাইন, ২০১৯; ৫) প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন, ২০২০; ৬) অ্যাসেসর অ্যাসেসমেন্ট গাইড লাইন, ২০২০; ৭) কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২০; ৮) অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতি গাইড-লাইন, ২০২০; ৯) আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের সনদায়ন গাইডলাইন, ২০২০; ১০) পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২১; ১১) ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল অপারেশনস গাইডলাইন, ২০২১; ১২) জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল প্রক্রিয়াকরণ, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন গাইডলাইন, ২০২২।

UNESCO-UNEVOC কর্তৃক এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, "Transforming Youth Skills for the Future"। এ প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে এনএসডিএ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। আমরা বিশ্বাস করি, সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পৌঁছানোর যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেখিয়েছেন, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

দুলাল কৃষ্ণ সাহা
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ জাতিসংঘের আহ্বানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রতিবছর ১৫ জুলাই বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুবসমাজের আইকন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। শুধু তাই নয় তারা সাহসী, বেগবান, প্রতিশ্রুতিশীল, সম্ভাবনাময় এবং সৃজনশীল। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিদ্যমান জনশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা; ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী শ্রমের চাহিদাপূরণ করা; প্রযুক্তির পরিবর্তনে কর্ম-সংকোচনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মপোযোগী করা; এবং পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকসংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

বিষয়টির গুরত্ব বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে। দক্ষতার মান উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগীকরণ, অভিন্ন সনদায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন এবং সামাজিক মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানটি সরকারি-বেসরকারি সকল অংশীজনের সহযোগিতা নিয়ে সময়োপযোগী একটি দক্ষতা উন্নয়ন ইকো-সিস্টেম তৈরি ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কীয় সকল কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন, দক্ষতার পারস্পরিক স্বীকৃতি, অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও সনদায়ন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কাজ করছে।

আজকের যুব সমাজই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণের প্রধান কারিগর। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমেই আমাদের যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে তাদের সচেতন করা, আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করা ও কর্মসংস্থানের পথ নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে- এই আমার প্রত্যাশা।

আমি বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে বর্তমান বিশ্বে শিল্প ও সেবা খাতে ক্রমাগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এ সকল পরিবর্তনের কারণে পেশার পরিবর্তন ও বৈচিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে খাপখাইয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনবল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ হতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মকৃতি নির্দেশক, অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্য এবং খাতভিত্তিক দক্ষতা তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন, প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, সনদায়ন ও পারস্পরিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ, শিল্পদক্ষতা পরিষদ গঠন প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর প্রভাবে শিল্পে অটোমেশনের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। পাশাপাশি, জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে কী কী